PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

সারোগেসি-এ যেন এক অন্য মা

জেসমিন বেগম

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, এ. কে. পি. সি. মহাবিদ্যালয়, সুভাষনগর, পোঃ বেঙ্গাই, হুগলি-৭১২৬১১;
ইমেলঃ 9232788042*s@gmail.com*

সারসংক্ষেপ

অন্যস্যাগর্ভমন্য উ জনন্তসোঅন্যেভিঃসচতেজেন্যোবৃষা ।।
Of the other female womb another person gives birth that (womb) by other person belong to of noble origin.[১]
আজকাল আমরা সারোগেসি কথাটার সাথে সকলেই কম-বেশি পরিচিত। কেননা সন্তানহীনতা অনেক দম্পতির কপালে চিন্তার ভাঁজ কেটে দেয়। পুরুষ বা মহিলা উভয়ই বিশেষ কিছু কারণবশত সন্তানহীনতা তথা বন্ধ্যাত্বের শিকার হতে পারেন। তাদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এক অসাধারণ উপহার হল সারোগেসি। চিকিৎসাশাস্ত্রে সারোগেসি-র যেমন এক অনবদ্য ভূমিকা আছে তেমনি দর্শনের জগতেও এই সংক্রান্ত আলোচনার অবকাশ আছে অনেকটাই। বিশেষতঃ সারোগেসি সংক্রান্ত নৈতিক দিকটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আমি আমার এই প্রবন্ধে মূলতঃ সারোগেটেড মাদারের ধারণাটি কী রূপ, ইহার ধরণগুলি কী রূপ, এই জাতীয় ধারণার সূত্রপাত ঠিক কোথায়? এই মুহূর্তে এই ধারণা কোথায় প্রচলিত আছে? এই জাতীয় ধারণার প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি ভারতবর্ষে এই ধরনের ধারণার স্থানটি কী রূপ? – এই জাতীয় বিবিধ আলোচনার উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

সূচকশব্দঃ সারোগেটাস, টেস্ট টিউব, সারোগেট মাদার, স্পার্ম, বেবি ফ্যাক্টরি, মেডিকেল ট্যুরিজম, বেবি এম।

সারোগেসি কথাটা ল্যাটিন শব্দ "সারোগেটাস" থেকে এসেছে, যার অর্থ কারোর পরিবর্তে।সারোগেট মাদার বলতে বোঝায় আসল মায়ের অবর্তমানে যে মায়ের ভূমিকা নিয়েছে। অনেকেই আছেন যারা সন্তান ধরনের অক্ষম বা একলাই বাস করেন, একলা বাস করেন বলতে বোঝায় অবিবাহিত, বিধবা, ডির্ভোসী কিংবা সমকামী কিন্তু সন্তান পেতে চান, এমন মানুষদের কাছে নিশ্চিত রূপে এই পদ্ধতি আশার আলো দেখিয়েছে।

আজকাল অবশ্যই সারোগেট মাদারহুড পালন কথাটা ব্যবহার করা হয় একটি বিশেষ প্রসঙ্গে সেটি হলো নিঃসন্তান দম্পতির জন্য নিজের গর্ভে তাদের সন্তান ধারণ করে জন্মের পর তাদের সেই সন্তানকে দিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে তাদের কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে একটু ব্যপক অর্থে।

সারোগেসি শুরুটা জানতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে আইভিএফ বা ইনভিট্রা ফার্টিলাইজেশন পদ্ধতি সম্পর্কে। কি এই আইভিএফ পদ্ধতি? আইভিএফ একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যার মাধ্যমে বাবার শুক্রাণুর সাথে মায়ের ডিম্বানু কৃত্রিমভাবে নিষিক্ত করে মানব ভ্রুন তৈরি করা হয়।কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় অন্যভাবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টেস্ট টিউবে তৈরি ভ্রুণমায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপন করলেও তা বারবার

নষ্ট হয়ে যায়, কারণ এ ধরনের চিকিৎসার জন্য যারা আসেন তাদের অধিকাংশেরই গর্ভ সংক্রান্ত দুর্বলতা বা অন্য কোনো না কোনো জটিলতা থাকে। এই জটিলতা থেকে উদ্ধার পেতে গবেষকরা খুঁজে পেলেন সারোগেসি পদ্ধতি। ১৯৮৫ সালে প্রথম ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করা হয় সারোগেট মায়ের জরায়ুতে যেখানে বাবা এবং মা থেকে নেওয়া শুক্রাণু ও ডিম্বাণু আইভিএফ-এর মাধ্যমে ভ্রূণে রূপান্তরিত হওয়ার পর বেড়ে ওঠে অন্য নারীর শরীরে। তাই সারোগেসি ও আইভিএফ পদ্ধতিদুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি না বুঝলে অন্যটি বোঝা সম্ভব নয়।[২]

মূলত দুই ধরনের সারোগেট মাদার হয়- এক, ট্রাডিশনাল সারোগেটমাদার এবং দুই, জেসটেশনাল সারোগেট মাদার। ট্রাডিশনাল মাদারের ক্ষেত্রে সারোগেট মাদার শিশুর সঙ্গে জিনগত সংযুক্ত মহিলাই হয়। এক্ষেত্রে পুরুষের শুক্রানু স্বাভাবিক পদ্ধতির বদলে কৃত্রিমভাবে অর্থাৎ পৃথকভাবে সংগ্রহ করে বিশেষ পদ্ধতিতে সারোগেট মাদারের শরীরে স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ সারোগেট মাদারের শরীরে তথা মাতৃদেহের ডিম্বানু নিষিক্ত হয় এবং জাইগোট গঠিত হয়। পরবর্তীকালে ওই জাইগোট ধীরে ধীরে যথাক্রমে ভ্রুনে ও শিশু জীবে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে সারোগেট মাদার শিশুর সঙ্গে জীনগত সংযুক্ত মহিলাই হয়। কারণ তারই ডিম্বানু এবং তারই গর্ভ সন্তান ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে ডিম্বাণু প্রদানকারী স্ত্রীর সঙ্গে শুক্রাণু প্রদানকারী পুরুষ তথা পিতার অথবা ডোনারের কোন শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয় না, বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে পৃথকভাবে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করা হয় ও নিষেক ঘটানো হয়।

জেসেটেশনাল সারোগেট মাদারের ক্ষেত্রে ভ্রূণটি মায়ের শরীরে তৈরি হয় না। এক্ষেত্রে মহিলার অর্থাৎ ডোনারের ডিম্বাণু পৃথকভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং ইচ্ছুক পুরুষের অথবা ডোনারের শুক্রাণু পৃথকভাবে সংগ্রহ করে সারোগেট মাদারের শরীরের বাইরে নিষিক্ত করা হয় এবং পরে সেই নিষিক্ত ডিম্বাণু সারোগেট মাদারের শরীরে স্থাপন করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে কমপক্ষে তিন সপ্তাহ লাগতে পারে আবার কখনো কখনো পরিস্থিতি অনুযায়ী আরো বেশি সময় নিতে পারে। ওই নিষিক্ত ডিম্বাণুক ক্রমে জাইগোটে, ভ্রুনে ও শিশু জীবে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে সারোগেট মাদারের শিশু জীবের সঙ্গে কোনো জীনগত সংযোগ থাকে না। কারণ এই পদ্ধতিতে সারোগেট মাদার তার ডিম্বানু দেয়নি, শুধুমাত্র ভ্রূণটিকে গর্ভে ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে জৈবিকভাবে সংযুক্ত মা তিনি, যার ডিম্বানু নিষেকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আধুনিক ও জটিল চিকিৎসা পদ্ধতি হলেও সারোগেসির ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এই পদ্ধতি কখন শুরু হয়েছিল? কত দিন ধরে এই সারোগেসি হয়েছে? এই অনুশীলন টি হাজার হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল, ব্যাবিলনীয় নামে এক সভ্যতা ছিল যারা বিবাহ বিচ্ছেদ প্রতিরোধে

সারোগেসির অনুমতি দিয়েছিল। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের সারা ও আব্রাহামের গল্পে সারোগেসির উল্লেখ রয়েছে। তবে খ্রিস্টান ধর্ম মূলত সারোগেসির সমর্থন করে না। বাইবেল অনুসারে সন্তান ঈশ্বরের উপহার, অধিকার নয়। তিনি যেমন মানুষকে সম্পদ সাফল্য দিয়ে আশীর্বাদ করেন তেমনি আশীর্বাদস্বরূপ সন্তানও প্রদান করেন। ইহুদি ধর্মে সারোগেসি নিয়ে সম্প্রদায়গত মতানৈক্য রয়েছে। ইসলাম ধর্ম অনুসারে সারোগেসি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাদের মতে এই পদ্ধতিতে সারোগেট মাদার এমন অন্য একজনের শুক্রাণু বহন করে যা তার বৈধ স্বামী নয়। অপরদিকে হিন্দু ধর্মে সহায়ক প্রজননের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। রামায়নে দেখা যায় হনুমানের জন্ম হয়েছে সারোগেসির মাধ্যমে, মহাভারতেও কৃষ্ণের দাদা বলরামের জন্মের কাহিনীতেও সারোগেসির উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার প্রাচীন হিন্দু সমাজের সন্তান উৎপাদনের জন্য বিশেষ করে বংশ রক্ষার তাগিদে নিয়োগ বিধির প্রচলন ছিল যা এক প্রকার প্রাকৃতিক সারোগেসি। একইভাবে হিন্দু ধর্মের মতো বৌদ্ধ ধর্মেও সারোগেসির স্বপক্ষে সবুজ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৩]

তবে এগুলি সবই প্রাকৃতিক সারোগেসির বর্ণনাকে প্রতিনিধিত্ব করে কৃত্রিম গর্ভধারণের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া ঐতিহ্যবাহী সারোগেসি অবশ্য অনেক পরে আসে। ১৭৭০ এর দশকে প্রথম সফল কৃত্রিম প্রজনন ঘটে। এছাড়া ১৯৭০ এর দশকে স্পার্ম ব্যাংক শিল্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যা single women এবং দম্পতিদের গর্ভধারণে সহায়তা করে।

ধর্মে মতবিরোধ থাকলেও পৃথিবীর বহু দেশে সারোগেসি প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানিয়েছে। বর্তমানে অনেক দেশেই যেমন নেদারল্যান্ড, আফ্রিকা, গ্রীক, রাশিয়া, ব্রিটেন, ভারত, কলম্বিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল,ফিনল্যান্ড, ইরান, ইউনাইটেড স্টেট প্রমুখ দেশে সারোগেসির আইনত স্বীকৃতি রয়েছে।

ভারতবর্ষে সারোগেট মাদারের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়নি। এই কারণে গরীব ও অশিক্ষিত মহিলাদের দুর্বলতার সুযোগ নেয় কিছু দালাল গোষ্ঠী। তাদেরকে টাকার লোভ দেখিয়ে খুবই কম পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে গর্ভ ভাড়া নেওয়া হয়। তাছাড়া এদেশে সারোগেট মাদার সুলভ এবং চিকিৎসার খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয় বিদেশীরা এদেশের চিকিৎসার জন্য আসতে শুরু করে।প্রচুর পরিমাণে অবৈধ ব্যবসা চলতে থাকে বলা বাহুল্য বিদেশীদের জন্য ভারতে সারোগেসি ক্লিনিকগুলি 'বেবি ফ্যাক্টরি' বা 'মেডিকেল ট্যুরিজম' এ পরিণত হয়। ২০১৫ সালে এই অবৈধ ও নীতিহীন ব্যবসা বন্ধ করতে তৎপর হন সরকার।২০১৬ সালে সারোগেসিনিয়ন্ত্রণ আইন বিল পাস হওয়ার পর বাণিজ্যিক সারোগেসির রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ডক্টর হর্ষবর্ধনের উদ্যোগে ২০১৯ সালে লোকসভায় সারোগেসির সংশোধিত বিল পাস হয়। অবশেষে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ২০২১এর ২৫শে ডিসেম্বর'সারোগেসি আইন ২০২১' রূপে পরিচিতি লাভ করে। এই আইন অনুসারে,

১. বাণিজ্যিক সারোগেসি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বাণিজ্যিক সারোগেসি হল যে ক্ষেত্রে সারগেট মাদার এবং ইচ্ছুক দম্পতির মধ্যে অর্থের লেনদেন হয়। বাণিজ্যিক সারোগেসির পরিবর্তে অল্ট্রইস্টিক সারোগেসির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অল্ট্রইস্টিক সারোগেসি হল কেবলমাত্র পরোপকারের উদ্দেশ্যে সারোগেট মাদার যখন নিঃসন্তানদম্পতির ভ্রুণকে গর্ভে ধারণ করেন।[৪]

২. সারোগেসির চিকিৎসা বিদেশিদের জন্য বন্ধ করা হয়েছে।

৩. সারোগেসি পদ্ধতিতে সন্তান ধারনে ইচ্ছুক দম্পতিকে ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেখাতে হবে যে তারা বায়োলজিক্যাল সন্তান ধরনের অক্ষম।

৪. দম্পতিকে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবন অতিক্রান্ত করতে হবে।

৫. সমকামী দম্পতি, লিভিং পার্টনারশিপ, সিঙ্গেল পুরুষ অথবা মহিলার ক্ষেত্রে সারোগেসি অবৈধ।

৬. সারোগেট মাদার কে বিবাহিত হতে হবে এবং বয়স ২৫ থেকে ৩৫ এর মধ্যে হতে হবে। এছাড়া সারোগেট মাদার হবার আগে তার নিজস্ব সন্তান থাকতে হবে।

৭. সারোগেট মাদার হবে ইচ্ছুক দম্পতির নিকট আত্মীয়।

৮. কোন মহিলা একবারের বেশি সারোগেট মাদার হতে পারবে না।

৯. সারোগেট মাদার যিনি হবেন তিনি নিজের ডিম্বানু দিতে পারবেন না।

১০. ইচ্ছুক দম্পতির নিজস্ব জীনগত সন্তান বা দত্তক সন্তান বা সারোগেট সন্তান থাকা চলবে না। যদি সন্তান চরমভাবে মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী বা গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে এই নিয়ম কার্যকরী নয়।

১১. সারোগেট মাদারের মেডিকেল সার্টিফিকেট থাকবে যে তার শরীর সারোগেসি প্রক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত।

১২. সারোগেট মাদার স্ব ইচ্ছায় সারোগেসি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এ বিষয়ে লিখিত সম্মতি থাকবে। ভ্রুণ স্থাপনের আগে পর্যন্ত তিনি মতামত পরিবর্তন করতে পারেন।

১৩. ইচ্ছুক দম্পতি ও সারোগেট মাদার এর মধ্যে চিকিৎসা খরচা বাদে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন হবে না। তবে ওই দম্পতি সারগেট মাদারের জন্য প্রসব পরবর্তী ১৬ মাসের স্বাস্থ্য বীমা করবেন।

১৪. ইচ্ছুক দম্পতি সারোগেসির মাধ্যমে জন্মানো শিশুকে পরিত্যাগ বা শোষণ করতে পারবে না।

১৫. ইচ্ছুক দম্পতির কাছে কোট অর্ডার এবং প্রাপ্ত সন্তানের অভিভাবকত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র থাকতে হবে।

১৬. যেসব ক্লিনিক সারোগেসির সাথে জড়িত তারা বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না।

১৭. সারোগেসি সম্পর্কিত কোন অপরাধমূলক কাজ করলে পাঁচ বছর জেল ও পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। দ্বিতীয়বার একই কাজ করলে দশ বছর জেল এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে।

সারোগেসি নিয়ে নৈতিক কষাকষির জায়গা তো রয়েছেই। এই পদ্ধতি সন্তানহীন দম্পতিকে আপন সন্তান লাভের সুযোগ দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু পরিবর্তে অন্য একটি নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর যে প্রভাব ফেলছে তা মোটেও উপেক্ষাণীয় নয়।যে নারী সারোগেট মায়ের দায়িত্ব নিচ্ছেন তার নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এতে বিপন্ন হতে পারে। শারীরিক সমস্যা গর্ভাবস্থায় প্রসবকালে হতে পারে, আর সন্তানকে হস্তান্তর করার সময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সারোগেট মাদার সন্তানকে দিতে রাজি হয় না।[৫] ১৯৮৫ সালে "বেবি এম" হাই প্রফাইল কেসে এরকম একটা নৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছি স্ট্রান দম্পতি সারোগেসির জন্য যার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি পরে শিশুকে দ্বিতীয় অস্বীকার করেছিলেন অবশ্য আদালতের রায় অনুসারে ওই দম্পতি পরবর্তীকালে সন্তানের অভিভাবকত্ব পেয়েছিলেন।এভাবে চুক্তিবদ্ধ সারোগেসি কি শিশু বিক্রির নামান্তর নয়? এই অনুশীলনটি নারীকে শোষণ করে এবং নারীকে জন্মদানের নিছক পাত্র হিসেবে গণনা করে ব্যক্তি মর্যাদার অবমূল্যায়ন করে। সারোগেসি প্রক্রিয়ায় সারোগেট মাদারের সাথে সদ্যজাতের সম্পর্ক থাকে না ব্যাপারটা কিছুটা বিচ্ছিন্ন শ্রমের মতো।বিচ্ছিন্ন শ্রমে যেমন নির্মাতা বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন পণ্য নির্মাণ করেন, পরে তার সাথে উৎপন্ন দ্রব্যের কোন সম্পর্ক থাকে না। অনেক নারীবাদী দাবি করেন সারোগেসী প্রথা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শোষণের কারণ হতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় সারোগেসির মাধ্যমে জন্মানো শিশুকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন না দম্পতি।এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের লেখিকা তাসলিমা নাসরিন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন "সারোগেসির মাধ্যমে যখন তারা রেডিমেড বাচ্চাদের পান তখন সেই মায়েরা কেমন অনুভব করেন- নিজের সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো একই অনুভূতি পান?" তাছাড়া সারোগেসি ব্যবস্থাটি বিশেষত গ্রাম অঞ্চল ও ছোট মফস্বলের মানুষজন সোজাভাবে নিতে পারেনা,সমাজ কি বলবে এই ভেবে সারোগেট মা ও ইচ্ছুক দম্পতিকে বিষয়টি গোপন করতে হয়।উপস্থাপিত বিরোধী পক্ষের বক্তব্যগুলি একেবারেই অমূলক নয়। কিন্তু আমাদেরকে সমস্যার বেড়াজাল ভেঙ্গে সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

সারোগেসি প্রক্রিয়ায় সারোগেটেড মাদার ও ইচ্ছুক দম্পতি উভয়ের কাউন্সেলিং একান্ত প্রয়োজন। আলোচনায় উল্লেখ্য "বেবি এম" কেসের ক্ষেত্রে বাচ্চার মুখ দেখে সারোগেট মাদার আবেগপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। তাই এক্ষেত্রে এথিক্সের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারোগেট মাদার ও ইচ্ছুক দম্পতিকে মানসিক প্রস্তুত করে দুই দিক থেকে সবুজ সংকেত পেলে তবে চুক্তিবদ্ধ হওয়া দরকার।এইভাবে

অগ্রসর হয় বলে সন্তান হস্তান্তরের সময় খুব একটা জটিলতা আসে না। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কোন দম্পতি যদি সন্তান নিতে অস্বীকার করেন সেক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়।

আবার একইভাবে চুক্তিবদ্ধ সারোগেসিকে শিশুর পন্যায়ন বলা অযৌক্তিক। বিষয়টা যদি আর একটু উদারভাবে দেখা যায় সেখানে একজন মায়ের প্রতিনিধিত্বে অন্যের শূন্য কোল ভোরে ওঠা কখনোই পণ্য এবং শ্রমিকের মতো নয়। যেরকম ভাবে আমরা রক্তদান বা অঙ্গদানের মধ্য দিয়ে অন্যের জীবন রক্ষা করি সেরকম ভাবে অন্যের ভ্রুণকে গর্ভে আশ্রয় দিয়ে নবজাতকের জন্মের মধ্য দিয়ে নিঃসন্তান দম্পত্তির মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা মহানতার পরিচয় ফুটিয়ে তোলে।

সারোগেসিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আগত শিশুটির কল্যাণ। এক্ষেত্রে গর্ভধাত্রী মায়ের মত পালিত জন্মের পর তার আদর যত্ন সামাজিক পরিমণ্ডলও আবশ্যিক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাহিনীতে আমরা দেখি তার জন্মধাত্রী মায়ের থেকে পালিত মা যশোদার মাতৃস্নেহ কমতি ছিল না। মহাভারতেও অধিরত সুত জায়া রাধা গর্ভে ধারণা না করলেও মায়ের মতই কর্ণ কে লালন পালন করেছিলেন। এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আমাদের এই সমাজের অলিতে গলিতে চোখ রাখলেই পাওয়া যাবে।কাজেই রেডিমেড বাচ্চা পেলে নিজের বাচ্চার মত অনুভূতি হবে কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। একজন মা আর এক মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারার আনন্দের আসলে কোন তুলনা হয় না।[৬]

সারোগেসি সম্পর্কে আরো একটি বিরুদ্ধ মতবাদ হচ্ছে এটি নারী শোষণের পথকে পরিষ্কার করে- তবে এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রত্যেক নারীর তার দেহের উপর কর্তৃত্ব আছে তার যেমন গর্ভনাশের অধিকার আছে, অঙ্গদানের অধিকার আছে তেমনি এটিও নারী দেহের স্বতন্ত্রের তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।তাই কোন নারী স্বেচ্ছায় সারোগেসি মাদারের ভূমিকা পালন করলে তার উন্নত মানসিকতা ও সাহসী পদক্ষেপকে সম্মান জানানো উচিত। তবে সারোগেসি চিকিৎসা স্বেচ্ছায় হচ্ছে কিনা, এর সাথে কোন অসাধু দালাল চক্র জড়িত কিনা বিষয়টি নিয়ে আইন কানুন ও প্রশাসনকে তৎপর হওয়া উচিত।[৭]

সারোগেসি প্রক্রিয়াটি আজকের কোন নতুন প্রক্রিয়ামায়ের ভূমিকাও কম নয়।জন্মের আগে গর্ভাবস্থার পরিবেশ যেমন ভালো রাখা দরকার একইভাবে নয়, বহু প্রাচীনকাল থেকে এই প্রক্রিয়াটি চলে আসছে। কিছু বিরুদ্ধে মতবাদের জন্যই প্রক্রিয়াকে খারাপ বলে বন্ধ করে দেওয়া অযৌক্তিক। সারোগেসির ক্ষেত্রে বিভিন্ন এনজিওকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে প্রচার করতে হবে মানুষের মনের ভীতিকে দূর করতে হবে। এভাবে যেমন নিঃসন্তান দম্পতিরা ভরসা পাবেন তেমনি সারোগেট মাদাররা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।সারোগেসি চিকিৎসায় তারা প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া বিভিন্ন আলোচনা চক্র, সেমিনার, সিনেমা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে

হবে। একসময় মানুষ গুপ্ত রোগের চিকিৎসা করাতে ভয় পেত, এখন মানুষ অনেক স্বচ্ছন্দ এবং আধুনিক। সারোগেসির ব্যাপারেও স্পষ্টতা মানুষের চিন্তাধারাকে বদলে দেবে।

সবশেষে বলা যায়, চিকিৎসা ও প্রযুক্তির কল্যাণে বন্ধ্যাত্বের অন্ধকার দূর হোক। সারোগেসির মাধ্যমে প্রত্যেক নিঃসন্তান দম্পতির ক্রোড় আলোয় ভরে উঠুক।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. Rig Veda- 2.18.2

২. Gerard Pradeep Devnath.Surrogacy in India: Ethical and Legal Aspect, *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, Dec-2020.

৩. Scriber Kabir. সারোগেসি কি? সারোগেসি সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি কি? June, 2022 https://www.scriberkabir.com/2022/06/religion-views-on-surrogacy.html.

৪. Kim L Armour. An Overview of surrogacy around the world: trends, questions and ethical issues,*Nursing for Women's Health 16(3)*,231-236,2012.

৫. ডঃ গৌতম খাস্তগীর, অন্য মা, আজকাল সুস্থ, আগস্ট ২০১৩।

৬. Bangla News, সারোগেসিঃ ভাড়াটে গর্ভ, না মাতৃত্বের আধুনিক বিকল্প?, কথা হোক-পঞ্চম পর্ব, 18june ,2022, https://youth.be/rgA_v0h8qzg.

৭. ডঃ মৃণালকান্তি সরকার, প্রতিনিধিত্বকারী মাতৃত্বঃ ক্ষমতায়ন অথবা শোষণ, একটি দার্শনিক অনুসন্ধান, 30April 2022.